পোকা ঃ- মুসুর শস্যের শুঁটি ফুটো করে পোকার উপদ্রব দেখা যায়। এর প্রতিকার হিসেবে প্রতি লিটার জলে দুই মিলি. এন্ডোসালফান ৩৫ ই-সি (যেমন থায়োডান - ৩৫ ই-সি) বা এক মি.লি. ফেনিট্রোথিয়ান - ৫০ ই-সি. (যেমন সুমিথিয়ন - ৫০ ই-সি, ফলিফায়োন) গুলে স্প্রে করতে হবে। অনেক সময় গাঢ় বাদামী জমি পোকার উপদ্রব হতে দেখা যায়। এদের ধব্বংস করার জন্য প্রতি লিটার জলে দেড় মি.লি মিথাইল ডেমিটন ২৫ ই-সি. (যেমন মেটাসিসটকস - ২৫ ই-সি) বা এক মি.লি মিথাইল প্যারাথিয়ন - ২৫ ই-সি (যেমন মেটাসিড ৫০ ই-সি) বা দু মি.লি ডাইমেথয়েড - ৪০ ই-সি যেমন রোগর - ৩০ ই-সি) বা দেড় মি. লি ফসফোমিডন - ৪০ শতাংশ এস.এল যেমন সুমিডন) গুলে গাছে স্প্রে করতে হবে।

ফসল তোলা ঃ- মুসুর শস্য ১২৫-১৩০ দিনের মধ্যে ফসল তোলার পক্ষে উপযোগী হয়ে ওঠে। গাছের পাতা শুকিয়ে গেলে এবং শুঁটি পেকে গেলে ফসল তুলে ফেলতে হয়। ঠিক সময়ে ফসল না তুললে শুঁটি ফেটে বীজ মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়। তাই ঠিক সময়ে মুসুর শস্য তুলে ফেলাই ভাল। এই কারণে গাছ সামান্য একটু কাঁচা থাকতেই সকালের দিকে গাছ কেটে বা মূলসহ উপড়ে নিতে হবে। তারপর গাছগুলিকে রোদে শুকিয়ে নিয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বা গরু দিয়ে মাড়িয়ে বীজ আলাদা করে ফেলতে হবে। এরপর কুলোয় নেড়ে-চেড়ে বীজ পরিষ্কার করে রোদে শুকিয়ে রাখতে হবে। বীজ এমন ভাবে রোদে শুকোতে হবে যাতে বীজে শতকরা ৮-১০ ভাগের বেশী জলীয় অংশ না থকে।

ফলন ঃ- জাত অনুযায়ী একর প্রতি ৭-৮ কুইন্টাল পর্যন্ত ফলন হয়।

ব্যবহার ঃ-

১) মুসুর ডালে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে। মুসুর ডাল সহজপাচ্য এবং পুষ্টিকর খাদ্য। মুসুর ডালে প্রোটিনের পরিমাণে বেশী থাকায় এই ডাল মাছ মাংসের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

২) মুসুর গাছের কচি পাতা শাক হিসেবেও খাওয়া যায়।

৩) মুসুর গাছ, বীজের খোসা, ভাঙ্গা দানা ইত্যাদি গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। শুকনো মুসুর গাছ জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহার করা হয়।

৪) মুসুরের চাষ করলে জমির উর্বরতা বেড়ে যায়।

Year : 2015 -16

Publication No. - KVK(WT)/2015-16/14

প্রকাশক : কার্য্য সঞ্চালক

কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র

(An ISO 9001 : 2008 Certified Institute)

পশ্চিম ত্রিপুরা

পোঃ - চেবরী, খোয়াই, পিন নং - ৭৯৯ ২০৭

e-mail : dkvkwesttripura@gmail.com

Print @ Manada Enterprise, Khowai # 9436555200

মুসুর ডাল চাষের খুটি নাটি

- অর্ধেন্দু চক্রবর্ত্তী
- দীপঙ্কর দে
- দীপক নাথ
- শুভ্রা শীল
- সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাস

কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র

(An ISO 9001 : 2008 Certified Institute)

পশ্চিম ত্রিপুরা

পোঃ - চেবরী, খোয়াই, পিন নং - ৭৯৯ ২০৭

ভারতের মুসুর ডাল অতি পরিচিত এবং সবার গ্রহনযোগ্য খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মুসুর ডালে শতকরা ৬০ ভাগ কার্বোহাইড্রেট, ২৫ ভাগ প্রোটিন, ০.৭ ভাগ ফ্যাট, ২.১ ভাগ খনিজ পদার্থ, ১২.৪ ভাগ জল আর যথেষ্ট খাদ্যপ্রাণ থেকে। প্রতি ১০০ গ্রাম মুসুরডাল ৩৪৬ ক্যালরি দেহের তাপশক্তি উৎপন্ন করে।

জলবায়ু ঃ- রবি মরসুমে মুসুর চাষ করা হয়। এ ফসল ঠান্ডা আবহাওয়ায় ভাল হয়। জমা জল মুসুর সহ্য করতে পারে না।

মাটি ঃ- সব রকম মাটিতেই মুসুরের চাষ করা হয়। তবে দোআঁশ ও বেলে মাটিতে এর চাষ অপেক্ষাকৃতভাবে ভাল হয়। দক্ষিণভারতে কালোমাটি অঞ্চলে মুসুরের চাষ হয়। ক্ষেতে জল নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত থাকা দরকার।

জমি তৈরী ঃ- মুসুর একক ও মিশ্রশস্য হিসেবে চাষ করা হয়। তবে একক শস্য হিসেবে চাষ করলে জমিতে চার-পাঁচবার লাঙল ও মই দিয়ে মাটি বেশ ঝুরঝুরে করে নিতে হবে।

জাত ঃ- মুসুর শস্যের অনেক জাত। যেমন, বি-৭৭, বি-৬০, বি-৬২, বি-২৫৬ (রন্ধন), সুব্রত, বি-২৩৫, লেনস-৪০৭৬, টি-৩০, টি-৩৬, সি-১৫, সি-ও ৬৩৯-২০, সি-এস-৬, পুসা-১-১, সি-৩১, মল্লিকা, বি-আর-২৫, বি-আর-৭৭, পন্থ-এ-২০৯, পন্থ-এল-৪০৬ ইত্যাদি।

বীজ বোনা ঃ-

১) বীজ বোনার সময় ঃ- কার্ত্তিক মাসের প্রথম থেকে তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত বীজ বোনার উপযুক্ত সময়। তবে এর পরেও বীজ বোনা যায় বটে, কিন্তু তাতে ফলন কম হয়।

২) বীজ শোধন ঃ- ভাল ফলন পেতে হলে বীজ শোধন করে নিতে হবে। এর জন্য প্রতি কেজি বীজে তিন গ্রাম হারে ম্যানকোজেব শতকরা ৭৫ ভাগ ডব্লিউ-পি প্রয়োগ করতে হবে। সেই সঙ্গে মুসুরের উপযুক্ত 'রাইজোরিয়াম কালচার' বীজের সঙ্গে মিশিয়ে বুনতে হবে। তা সম্ভব না হলে আগে যে জমিতে মুসুর ডাল চাষ করা হয়েছিল, সে জমির কিছুটা মাটি বীজের সঙ্গে মিশিয়ে বুনতে হবে। এর ফলে মুসুরের গাছের শেকড়ে নাইট্রোজেন বন্ধনকারী

জীবাণুর সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং গাছ বাতাস থেকে বেশি করে নাইট্রোজেন নিতে পারবে।

৩) বীজের পরিমান ঃ- একক শস্য হিসেবে চাষ করলে ১৩-১৪ কেজি, বীজের প্রয়োজন। সর্ষে, ছোলা, গম, যব ইত্যাদি শস্যের সঙ্গে মিশ্রশস্য হিসেবে চাষ করলে এবং আখের দু-সারির মাঝে সাথী ফল হিসেবে চাষ করলে প্রতি একরে ৮-১০ কেজি বীজ লাগবে। অনেক সময় আমন ধান কাটার দু-তিন সপ্তাহ আগে জমির মাটি ভিজে থাকা অবস্থায় আমাদের জমিতে এক বীজ বুনে দেওয়া যায়। একে "পায়রা শস্য" বলা হয়। এর জন্য প্রতি একরে ১৪-১৫ কেজি বীজ লাগে।

৪) বীজ বোনার পদ্ধতি ঃ- বীজ সাধারণত ছিটিয়ে বোনা হয়। এক রাতে (৮-১০ ঘন্টা) জলে ভেজানো বীজ বোনা হয়। বীজ বোনার আগে হাল্কা ভাবে মই দিয়ে সারিতে বীজ বোনা হয়। এক্ষেত্রে দুটি সারির ব্যবধান হওয়া উচিত এক ফুট (৩০ সেমি) এবং গাছের দূরত্ব হওয়া উচিত ৪ ইঞ্চি (১০ সেমি)। বীজ এক ইঞ্চি (২.৫৪ সেমি) গভীরে বুনতে হবে।

সার প্রয়োগ ঃ- জমি তৈরী করার সময় প্রতি একরে ৭-৮ ছোট গাড়ী গোবর সার ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। মুসুর শুঁটি জাতীয় শস্য, তাই এতে নাইট্রোজেনঘটিত সারের পরিমাণ কম লাগে।

পরিচর্যা ঃ- মুসুরের জমিতে সাধারণত কোন নিড়েন দেওয়া হয় না। তবে ভাল ফসলের জন্য বীজ বোনার তিন সপ্তাহ পর একবার এবং ছয় সপ্তাহ পরে আর একবার জমিতে নিড়েন দেওয়া প্রয়োজন। এ ফসলে ভেচ্ নামে আগাছা হয়। নিড়েন দিয়ে এই আগাছা কেটে ফেলতে হবে।

সেচ ঃ- মুসুর শস্যের চাষের জন্য জলসেচের বড় একটা প্রয়োজন হয় না। তবে বীজ বোনার সময় যদি মাটিতে জল না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে সেচ দিয়ে বীজ বুনতে হবে। আর ফুল আসার সময় একবার সেচ দিতে পারলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

ফসল রক্ষা ঃ-

রোগ ঃ- মুসুর শস্যের প্রধান শত্রু হলো ঢলে পড়া রোগ। এই রোগ প্রধানত শেকড় আক্রমণ করে এবং রোগাক্রান্ত মূলকে সম্পূর্ণ ভাবে পচিয়ে দেয়। এর ফলে আক্রান্ত গাছটি নুইয়ে পড়ে। এর প্রতিকার ব্যবস্থা হিসেবে বীজ শোধন করে নিয়ে বুনতে হবে। বাড়ন্ত গাছে এ রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার জলে ৪ গ্রাম 'ম্যানকোজেব-৪৫' শতকরা ০.২৫ শাতংশ ডব্লিউ-পি গুলে রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনে গাছের গোড়া পর্যন্ত স্প্রে করতে হবে। মুসুর শস্যে মরচে রোগও দেখা দেয়। তাই এর প্রতিকার হিসেবে তিন গ্রাম জলে গোলা গন্ধক গুঁড়ো গুলে এক সপ্তাহের ব্যবধানে গাছে দিয়ে এ রোগ নিরাময় করা যেতে পারে।